তারিখ ... 05 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ১

বাংলাদেশ প্রতিদিন

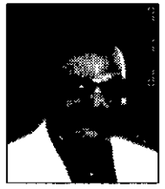

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যতীত দক্ষ কাঠমিস্ত্রি দিয়ে যেমন একটি ঘর তৈরি করা যায় না, তেমনি দক্ষ শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যতীত শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব নয়। মানসম্মত শিক্ষা শিশুসহ সবার মৌলিক ও মানবিক অধিকার। তাই মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষক, ছাত্র-অভিভাবক, বিভিন্ন পেশার মানুষ ও সরকারের মধ্যে ঐক্য গড়ার মধ্য দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

ড. এম এ মাননান ▷

বিশ্ব শিক্ষক দিবস : কষ্টমাখা আবেগের দিন

আমি ভয় করি না'ক, যায় যাবে শির টুটি
শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার
দিল্লীর পতি সে তো কোন্ ছার,
ভয় করি না'ক, ধারি না'কো ধার, মনে আছে মোর বল
বাদশাহ শুধালে শাস্ত্রের কথা শুনাব অনর্গল,
যায় যাবে প্রাণ তাহে,
প্রাণের চেয়ে মান বড়, আমি বোঝাব শাহেনশাহে।

কবিতাটির নাম 'শিক্ষকের মর্যাদা'। মনে আছে, ছোট্টবেলায় শীতের মিষ্টি রোদে উঠানে মাদুর বিছিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন মিলে সশব্দে সুর করে পড়তাম কবি কাজী কাদের নেওয়াজের এই কবিতাটি। বিশ্ব শিক্ষক দিবসটি আমার কাছে প্রতিদিনের মতো একটি দিন নয়, অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আর কষ্টমাখা আবেগের একটি দিন।

আজ সেই ৫ অক্টোবর, বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর পালন করা হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। পৃথিবীর সব দেশের সমাজের কাছে এ দিনটি অত্যন্ত গৌরব ও মর্যাদার। শিক্ষক দিবস পালনের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের নয়। ১৯৯৩ সালে বিশ্বের ১৬৭টি দেশের ২১০টি জাতীয় সংগঠনের প্রায় তিন কোটি ২০ লাখ সদস্যের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠন 'এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল' গঠিত হয়, এ আন্তর্জাতিক সংগঠন জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশগুলো কর্তৃক প্রণীত দলিলটি যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করার অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ক্রমাগত অনুরোধ ও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৪ সালে ইউনেসকোর ২৬তম অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইউনেসকোর মহাপরিচালক ড. ফ্রেডারিক এম মেয়রের যুগান্তকারী ঘোষণার মাধ্যমে ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের শুভ সূচনা করা হয়। ১৯৯৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কিত সাফল্যকে সমুন্নত রাখাসহ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালের ৫ অক্টোবর থেকে বিশ্বের ১০০টি দেশে এ দিবসটি পালিত হয়ে থাকে।

এ দিবসটি পালনে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল (Education International-EI) ও তার সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন মূল ভূমিকা রাখে। দিবসটি উপলক্ষে ইআই প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে থাকে, যা জনসচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকতা পেশার অবদানকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তাহলে শিক্ষকরা সে মেরুদণ্ডের স্রষ্টা। গোটা মনুষ্য সমাজের মধ্যে নৈতিক বিচারে শিক্ষকদের চেয়ে সম্মানিত এবং শিক্ষকতার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশা আর একটাও নেই।

গত দুই বছর বেশ অস্বস্তির মধ্যে কেটেছিল দিনটি। কারণ সে সময় সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পৃথক বেতন কাঠামোসহ বেশ কিছু দাবিতে আন্দোলনরত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। সম্মানীয় শিক্ষকরা নিজেদের মর্যাদার জন্য আন্দোলন করেছেন, এটা দুঃখজনক। তাঁরা সবার স্যার, সবার গুরুজন, পণ্ডিত মানুষ। তাঁরা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে শিক্ষা দান করেন, এটা তাঁদের মর্যাদা, যা কারো সঙ্গে তুলনা হয় না। অবশ্য একসময় আমাদের এই আহ্বান সবাই বুঝতে পারেন। সম্মানের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন।

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও শিক্ষকতা একটি মহান পেশা হিসেবে স্বীকৃত। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মানসম্মত শিক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্টে পাসের আধিক্য বাড়লেও গুণগত মান নিয়ে সংশয় রয়েছে। তাই মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে। এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল (Education International-EI) মানসম্মত শিক্ষার মূল উপাদান হিসেবে : ১. মানসম্মত শিক্ষক, ২. মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ ও ৩. মানসম্মত পরিবেশ নির্ধারণ করেছে। তবে এটাও ঠিক, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন পিছু ছাড়ছে না। এবার উত্তরাঞ্চলে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুলগুলো। নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে অসংখ্য স্কুল, পাঠশালা, মক্তব-মাদরাসা।

এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যতীত দক্ষ কাঠমিস্ত্রি দিয়ে যেমন একটি ঘর তৈরি করা যায় না, তেমনি দক্ষ শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যতীত শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদান সম্ভব নয়। মানসম্মত শিক্ষা শিশুসহ সবার মৌলিক ও মানবিক অধিকার। তাই মানসম্মত শিক্ষার জন্য শিক্ষক, ছাত্র-অভিভাবক, বিভিন্ন পেশার মানুষ ও সরকারের মধ্যে ঐক্য গড়ার মধ্য দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একজন শিক্ষকের সঙ্গে একজন শিক্ষার্থীর সম্পর্ক মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মতো। কাজেই শিক্ষকরা কোনো অবৈধ বা অন্যায় কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে সন্তানতুল্য ছাত্র এবং নিজ সম্প্রদায়কে কলুষিত করতে পারেন না। শিক্ষকরা সমাজ, রাষ্ট্রের আলোকবর্তিকার মতো কাজ করবেন। তবে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান সামগ্রী ও ভৌত অবকাঠামো, যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতি, কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান এবং গবেষণা ও উন্নয়নের স্বীকৃতি, সম্মানজনক বেতন, পেনশন, সামাজিক প্রাপ্তি ও চমৎকার কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অভীষ্ট সফলতার জন্য সব স্তরে শিক্ষক সংকট দূর করতে হবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে হবে।

সব বাধা-বিপত্তি পিছে ফেলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব শিক্ষক দিবসে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছেন—শিক্ষকসমাজ সেই মানসম্মত, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ, গুণগত, আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সফল হবে। আমরা আশাবাদী। অনেক শিক্ষাবিদও শিক্ষা-শিক্ষকের মান উন্নয়নে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন।

লেখক : উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়